ইউনিট ৮
মৎস্য আইন

ইউনিট ৮ মৎস্য আইন

নির্বিচারে পোনা মাছ ও ডিমওয়ালা মাছ নিধন মৎস্য সম্ভদ বৃদ্ধির পথে বড় অন্ রায়। এ কারণে আমাদের দেশে মৎস্য সম্ভদ ধীরে ধীরে বিলুপ্ত হতে যাচ্ছে। মাছের বিলুপ্তি রোধকরণ, নিয়মমাফিক মৎস্য আহরণ, প্রজননক্ষম মাছকে রক্ষা করার জন্য মৎস্য আইন অতীব জর€রী। আমাদের দেশে অনেক প র্ব থেকেই মৎস্য আইন প্রবর্তন ও প্রচলন করা হয়েছে। কিন্তু বাস্ বে বিভিন্ন কারণে এসব আইন প্রয়োগ প্রতিকূলতার সম্মুখীন। বাংলাদেশের নদ-নদী, খাড়ি অঞ্চল ও বঙ্গোপসাগর হতে মৎস্য আহরণের ক্ষেত্রেও মৎস্য আইন তথা আন্ র্জাতিক আইন সম্ভর্কে ধারণা থাকা প্রয়োজন।

এ ইউনিটে মৎস্য আইনের উদ্দেশ্য ও প্রয়োজনীয়তা, বাংলাদেশে মৎস্য সংরক্ষণ আইন ও তার অবস্থা, আন্ র্জাতিক আইন ও তার প্রয়োগ বিধি, আন্ র্জাতিক পানি সীমানা ও ব্যবহারের নীতিমালা সম্ভর্কে বিস্ ারিত আলোচনা করা হয়েছে।

পাঠ ৮.১ মৎস্য আইনের উদ্দেশ্য ও প্রয়োজনীয়তা, বাংলাদেশে বর্তমান মৎস্য সংরক্ষণ আইন ও তার অবস্থা

এ পাঠ শেষে আপনি –

- মৎস্য আইন কেন প্রচলন করা হয়েছে তা বলতে ও লিখতে পারবেন ।
- বাংলাদেশে বর্তমান মৎস্য সংরক্ষণ আইনের বৈশিষ্ট্য কী কী তা বলতে ও লিখতে পারবেন।
- বাংলাদেশে মৎস্য সংরক্ষণ আইনের বর্তমান অবস্থা সম্ভর্কে বলতে ও লিখতে পারবেন।

বাংলাদেশে বহু আগেই মৎস্য আইন প্রবর্তন ও প্রচলন করা হয়েছে যদিও বাস্ বে এসব আইন প্রয়োগ করতে নানাবিধ অসুবিধার সৃষ্টি হয়। যা হোক মৎস্য সম্ভদের উন্নয়ন ও সঠিক ব্যবহারের জন্য অবশ্যই যুগোপযোগী আইন প্রণয়ন ও বাস্ বায়ন করা অত্যাবশ্যক।

মৎস্য আইনের উদ্দেশ্য ও প্রয়োজনীয়তা

- সন্ োষজনক হারে মৎস্য আহরণ করা
- নিয়মমাফিক মৎস্য উৎপাদন সম্ভন্ন করা
- মাছকে বিলুপ্ততার হাত থেকে রক্ষা করা
- বয়স্ক/বড় মাছগুলোকে জলাশয় থেকে সরিয়ে নেয়া
- নবীন মাছকে বৃদ্ধির সুযোগ করে দেয়া
- প্রজননকালে স্ ী মাছকে রক্ষা করা যাতে পর্যাপ্ত পোনা মাছ উৎপন্ন হতে পারে।

বাংলাদেশে মৎস্য সম্ভদ সংরক্ষণ ও উন্নয়নের জন্য বেশ কয়েকটি আইন প্রণয়ন ও প্রচলন করা হয়েছে।

বাংলাদেশে বর্তমান মৎস্য সংরক্ষণ আইন ও তার অবস্থা

মৎস্য সম্ভদের প্রাচুর্যের গুর€ত্ব, চাহিদা, প্রাপ্যতা ইত্যাদি বিষয় সহনশীল পর্যায়ে রাখার উদ্দেশ্যে বাংলাদেশে মৎস্য সম্ভদ সংরক্ষণ ও উন্নয়নের জন্য বেশ কয়েকটি আইন প্রণয়ন ও প্রচলন করা হয়েছে।

ক. দি ইষ্ট বেঙ্গল প্রটেকশন এন্ড কনজারভেশন অফ ফিস এক্ট, ১৯৫০ (ইষ্ট বেঙ্গল এক্ট-১৮, ১৯৫০)ঃ

সাধারণভাবে এটি মৎস্য সংরক্ষণ আইন, ১৯৫০ নামে পরিচিত। উক্ত এক্টের আওতায় পরবর্তীতে অনেক সংশোধনী, বিধি ইত্যাদি জারী করা হয়েছে।

এ আইনের প্রধান বৈশিষ্ট্যসম হ

১. এ আইনে মাছ বলতে সকল কার্টিলেজিনাস, বোনী ফিশ, প্রন, শ্রিম্প্, এমফিবিয়ানস, টরটয়েজ, টারটলস, ক্রাস্টাসিয়ান, এ্যানিমেলস, মোলাস্কস এবং ইকাইনোডার্ম এর জীবনচক্রের সকল ধাপকে বুঝাবে।

২. এ আইনে ফিশারি বলতে সকল প্রকার জলাশয়, প্রাকৃতিক বা কৃত্রিম, মুক্ত বা আবদ্ধ, স্রোতস্বী বা স্থির, যেখানে মাছ উৎপাদন, সংরক্ষণ, প্রদর্শন, প্রজনন, আহরণ ইত্যাদি কর্মকান্ড জড়িত; তবে কৃত্রিম অ্যাকুয়ারিয়াম উক্ত আইনের আওতাভুক্ত হবে না।

৩. নদী-নালা খাল-বিলে স্থায়ী স্থাপনার মাধ্যমে (ফিক্সড ইঞ্জিন) মৎস্য আহরণ করা যাবে না, এরূপ ক্ষেত্রে স্থায়ী স্থাপনা সীজ অপসারণ ও বাজেয়াপ্ত করা যাবে।

৪. জল সেচ, বন্যা নিয়ন্ ণ বা নর্দমার উদ্দেশ্য ব্যতীত নদী- নালা, খালবিলে অস্থায়ী বা স্থায়ী, বাঁধ ইত্যাদি বা কোন রূপ অবকাঠামো নির্মাণ করা যাবে না।

৫. অভ্যন্ রীণ বা উপকূলীয় জলাভূমিতে বিস্ফোরক, বন্দুক বা তীর ধনুক ব্যবহার করে মৎস্য আহরণ বা আহরণের পদক্ষেপ গ্রহণ করা যাবে না।

৬. অভ্যন্ রীণ জলাভূমিতে বিষ প্রয়োগ, পল্যুশন, বাণিজ্যিক বর্জ্য বা অন্যবিধ উপায়ে মাছ ধ্বংস বা ধ্বংসের পদক্ষেপ গ্রহণ করা যাবে না।

৭. চাষের উদ্দেশ্য ব্যতীত সাধারণভাবে নদী-নালা, খাল ও বিলে সংযোগ আছে এরূপ জলাশয়ে প্রতি বছর ১লা এপ্রিল থেকে ৩১ শে আগস্ট পযন্´ সময়ে শোল, গজার, টাকি মাছের পোনার ঝাঁক বা দম্ùতি মাছ ধরা বা ধ্বংস করার পদক্ষেপ গ্রহণ করা যাবে না।

৮. চাষের উদ্দেশ্যে ধরার জন্য যথাযথ কর্তৃপক্ষের নিকট থেকে (বর্তমান সংশি- ষ্ট জেলা মৎস্য কর্মকর্তা) নির্ধারিত ফি'র বিনিময়ে লাইসেন্স প্রাপ্ত না হলে বিধিবদ্ধ ২৭টি নদী, খাল ইত্যাদিতে নির্ধারিত সময়ে যে কোন আকৃতির রু€ই,কাতলা, মৃগেল, কালিবাউস এবং ঘনিয়া আহরণ বা আহরণের পদক্ষেপ গ্রহণ করা যাবে না।

২৩ সে.মি. এর নিচের আকারের ইলিশ মাছকে জাটকা বলে।

৯. চাষের উদ্দেশ্য ব্যতীত কোন ব্যক্তি

ক. প্রতি বছর জুলাই–ডিসেম্বর সময়ে ২৩ সে.মি. এর নিচের আকারের কাতলা, রু€ই, মৃগেল, কালিবাউস, ঘনিয়া;

খ. প্রতি বছর নভেম্বর–এপ্রিল সময়ে ২৩ সে.মি. এর নিচের আকারের ইলিশ (যা জাটকা নামে পরিচিত)

গ. প্রতি বছর নভেম্বর–এপ্রিল সময়ে ২৩ সে.মি. এর নিচের আকারের পাংগাস

২৩ সে.মি. এর নিচের আকারের রু€ই, কাতলা, মৃগেল, কালিবাউস, ঘনিয়া, ইলিশ, পাংগাস ধরা আইনত দ–নীয় অপরাধ।

ঘ. প্রতি বছর ফেব্র€য়ারী–জুন সময়ে ৩০ সে.মি. এর নিচের আকারের শিলং

ঙ. প্রতি বছর ফেব্র€য়ারী–জুন সময়ে ৩০ সে.মি. এর নিচের আকারের বোয়াল

চ. প্রতি বছর ফেব্র€য়ারী–জুন সময়ে ৩০ সে.মি. এর নিচের আকারের আঁইর ধরতে, পরিবহন করতে, প্রদান করতে বা নিজস্ব এখতিয়ারের রাখতে পারবে না।

১০. বাজেয়াপ্তকৃত মাছ নিলামে বিক্রয় করা যাবে।

১১. জীবিত বা মৃত ব্যাঙ ধরা, বহন করা, পরিবহন করা বা এখতিয়ারে রাখা নিষিদ্ধ।

মাছ ধরার ক্ষেত্রে ৪.৫ সে.মি. বা তার চেয়ে কম ব্যাস বা দৈর্ঘ্যের ফাঁস বিশিষ্ট ফাঁস জাল (প্রচলিত নাম কারেন্ট জাল) এর ব্যবহার নিষিদ্ধ।

১২. মাছ ধরার ক্ষেত্রে ৪.৫ সে.মি. বা তদাপেক্ষা কম ব্যাস বা দৈর্ঘ্যের ফাঁস বিশিষ্ট ফাঁস জাল (প্রচলিত নাম কারেন্ট জাল) এর ব্যবহার নিষিদ্ধ।

১৩. ক. প্রথমবার আইন ভঙ্গকারীর শাস্ র পরিমাণ হবে কমপক্ষে ১ মাস হতে সর্বোźচ ৬ মাসের সশ্রম কারাদন্ড এবং সর্বোźচ ১০০০/- টাকা জরিমানা।

খ. পরবর্তী প্রতিবার আইন ভংগের জন্য কম পক্ষে ২ মাস হতে ১ বছর সশ্রম কারাদন্ড এবং সর্বোźচ ২০০০/- টাকা জরিমানা ।

১৪. আইন ভঙ্গকারীকে ক্ষেত্র বিশেষে বিনা ওয়ারেন্টে এ্যারেস্ট করা যাবে।

১৫. আইনের ক্ষমতা প্রয়োগকারী

ক. সকল দ্বিতীয় শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট

খ. পুলিশ বিভাগের সাব-ইন্সপেক্টর পদমর্যদার নিচে নয় এমন কর্মকর্তা

গ. বন বিভাগের সুন্দর বন বিভাগের ডেপুটি রেঞ্জারের পদমর্যদার নিচে নয় এমন কর্মকর্তা

ঘ. মৎস্য বিভাগের ফিশারি অফিসার (বর্তমানে থানা মৎস্য কর্মকর্তা) এর পদমর্যদার নিচে নয় এমন কর্মকর্তা।

১৬. এই আইনের আওতায় সরল বিশ্বাসে গৃহীত কোন পদক্ষেপের বির€দ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে না।

অনুশীলন (Activity) *ঃ আপনার এলাকায় মৎস্য সংরক্ষণ আইন (১৯৫০) ভঙ্গকারী যে সকল কর্মকান্ড বিদ্যমান সেগুলো লিখুন এবং তা প্রতিরোধ করার জন্য আপনার সুস্ষ্ট মতামত যুক্তিসহকারে উপস্থাপন কর€ন।*

খ. দি মেরিন ফিশারিজ অর্ডিন্যান্স ১৯৮৪ (অর্ডিন্যান্স নং-৩৫. ১৯৮৩)ঃ

সাধারণভাবে এটি সামুদ্রিক মাৎস্য আইন, ১৯৮৩ নামে পরিচিত। উক্ত অধ্যাদেশের আওতায় পরবর্তীতে আরও কিছু বিধান জারী করা হয়েছে।

এ আইনের প্রধান বৈশিষ্ট্যসম হ

১. এ আইনের উদ্দেশ্যাবলীর যথাযথ প্রয়োগ, সামুদ্রিক মাৎস্য সম্দ ব্যবস্থাপনা, সংরক্ষণ, সুপারভিশন ও উন্নয়নের সার্বিক দায়-দায়িত্ব একজন পরিচালক (বর্তমানে উপ-পরিচালক, সামুদ্রিক মাৎস্য, চট্রগ্রাম) এর উপর ন্যাস্ ।

প্রতিটি মাৎস্য নৌযান (ট্রলার এবং যান্ ক মৎস্য নৌযান) এর জন্য নির্ধারিত ফি প্রদান সাপেক্ষে (ক্ষেত্র বিশেষ ২০০/০০–১৮০০০/০০ টাকা) বাৎসরিক ফিশিং লাইসেন্স (জানুয়ারী ডিসেম্বর মেয়াদে)

২. প্রতিটি মাৎস্য নৌযান (ট্রলার এবং যান্ি ক মৎস্য নৌযান) এর জন্য নির্ধারিত ফি প্রদান সাপেক্ষে (ক্ষেত্র বিশেষ ২০০/০০- ১৮০০০/০০ টাকা) বাৎসরিক ফিশিং লাইসেন্স (জানুয়ারী–ডিসেম্বর মেয়াদে) গ্রহণ বাধ্যতাম লক।

৩. লাইসেন্সধারীর জন্য আহরণকৃত ও বিক্রয়কৃত মৎস্য সম্র্কিত তথ্যাদি পরিচালক-এর নিকট সরবরাহ করা বাধ্যতাম লক।

৪. লাইসেন্সকৃত মৎস্য নৌযান-জাহাজ চলাচল পথে বিঘ্ন সৃষ্টি করতে পারবে না।

৫. লাইসেন্সধারী কিংবা বিপদগ্রস্থ বা আইনানুগ প্রয়োজন ব্যতীত বাংলাদেশের মৎস্য জলসীমায় কোন বিদেশী মৎস্য নৌযানের আগমন নিষিদ্ধ।

অবৈধ অনুপ্রবেশকারী বিদেশী মৎস্য নৌযান সরকারের অনুক লে বাজেয়াপ্ত হবে।

৬. অবৈধ অনুপ্রবেশকারী বিদেশী মৎস্য নৌযান সরকারের অনুক লে বাজেয়াপ্ত হবে।

৭. সরকার যে কোন নৌজাহাজ বা ব্যক্তিকে বাংলাদেশের জলসীমায় বৈজ্ঞানিক গবেষণার জন্য শর্তসাপেক্ষে অনুমতি প্রদানের এখতিয়ার সংরক্ষণ করেন।

৮. অথরাইজড অফিসার মৎস্য নৌযান থামানো, পরীক্ষা করা, অংগনে প্রবেশ করা, নৌজাহাজ বাজেয়াপ্তকরণ ইত্যাদি পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারেন।

৯. সীজকৃত ভেসেল ও ক্রু-কে নিকটবর্তী বন্দরে নেয়া যাবে।

১০. অধ্যাদেশের ধারা প্রয়োগের উদ্দেশ্যে বিনা ওয়ারেন্টে আটককৃত ব্যক্তিকে নিকটবর্তী থানায় হস্ া ন্ র করতে হবে।

১১. পঁচনশীল দ্রব্যাদি বিক্রয়যোগ্য।

১২. অথরাইজড অফিসার বা তার অনুগামী কর্তৃক অধ্যাদেশের প্রণীত বিধানাবলী প্রয়োগের উদ্দেশ্যে সরল বিশ্বাসে গৃহীত পদক্ষেপের বির€দ্ধে কোন রূপ ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে না।

১৩. জালের ফাঁসের আকার হবে ন্িরূপ -

চিংড়ি ধরার ট্রলারের জালের কড প্রান্ে র ফাঁসের আকার হবে কমপক্ষে ৪৫ মিলিমিটার।

ক. চিংড়ি ধরার ট্রলারের জালের কড প্রান্ে র ফাঁসের আকার হবে কমপক্ষে ৪৫ মিলিমিটার।

খ. মাছ ধরার ট্রলারের জালের কড প্রান্ে র ফাঁসের আকার হবে কমপক্ষে ৬০ মিলিমিটার।

গ. বড় ফাঁসযুক্ত ভাসান জালের ফাঁসের আকার হবে কমপক্ষে ২০০ মিলিমিটার।

ঘ. ছোট ফাঁসযুক্ত ভাসান জালের ফাঁসের আকার হবে কমপক্ষে ১০০ মিলিমিটার।

ঙ.বেহুন্দী জালের কড প্রান্ে র ফাঁসের আকার হবে কমপক্ষে ৩০ মিলিমিটার।

১৪. বাজেয়াপ্তকৃত নৌযান উহার সম দয় আনুষঙ্গিকসহ সরকার কর্তৃক নিস্র্ত্তিযোগ্য।

সর্বোচ্চ জোয়ারে বেহুন্দী জাল, বড়শী, ছোট ও বড় ফাঁসের ভাসান জাল দ্বারা ৪০ মিটার গভীরতা পযর্ন্ মৎস্য আহরণ এলাকা

১৫. মৎস্য আহরণ এলাকা

ক. সর্বোচ্চ জোয়ারে বেহুন্দী জাল, বড়শী, ছোট ও বড় ফাঁসের ভাসান জাল দ্বারা ৪০ মিটার গভীরতা পযর্ন্ মৎস্য আহরণ এলাকা সীমাবদ্ধ

খ. সর্বোচ্চ জোয়ারে ৪০মিটার গভীরতার বাইরে ট্রলার দ্বারা মৎস্য/চিংড়ি আহরণ এলাকা নির্ধারিত।

১৬. যে সব পদ্ধতিতে মাছ আহরণ নিষিদ্ধ

বিস্ফোরক, বিষ এবং অন্যান্য অবশকারী দ্রব্যাদি ব্যবহার নিষিদ্ধ।

ক. বিধিবদ্ধ বিনির্দেশ এর কম ফাঁস বিশিষ্ট জালের ব্যবহার

খ. বিস্ফোরক, বিষ এবং অন্যান্য অবশকারী দ্রব্যাদি ব্যবহার

গ. যে কোন সামুদ্রিক মৎস্য সম্্দ আহরণের জন্য বিদ্যুতায়ন প্রক্রিয়ার ব্যবহার।

১৭. বাংলাদেশের সামুদ্রিক জল সীমায় মৎস্য আহরণের জন্য প্রয়োজনঃ

ক. ফিশিং লাইসেন্স

খ. প্রয়োজনীয় সনদপত্র (যেমন মৎস্য নৌযানের রেজিষ্ট্রেশন, ইন্সপেকশন সার্টিফিকেট ইত্যাদি)

গ. জাতীয়তা প্রদর্শনকারী পতাকা ও দৃষ্টিগ্রাহ্য পরিচিতি চিহ্ন

ঘ. সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদ আহরণরত প্রত্যেকের জন্য সামুদ্রিক মৎস্য দপ্তর কর্তৃক জারীকৃত পরিচয় পত্র।

১৮. চিংড়ি ট্রলারের জন্য ৩০% সাদামাছ আহরণ ও অবতরণ বাধ্যতামূলক।

ফ্রিজার ট্রলারের সেইলিং পারমিশন হবে সর্বোচ্চ ৩০ দিনের এবং নন ফ্রিজার ট্রলারের ক্ষেত্রে

১৯. মৎস্য অবতরণও ট্র্যান্সশিপমেন্টের সময় অথরাইজড অফিসারে উপস্থিতি বাধ্যতামূলক।

২০. ট্রলারের জন্য প্রতি ট্রিপে গমনের পূর্বে প্রিসেইলিং পারমিশন গ্রহণ করা বাধ্যতামূলক।

২১. ফ্রিজার ট্রলারের সেইলিং পারমিশন হবে সর্বোচ্চ ৩০ দিনের এবং নন ফ্রিজার ট্রলারের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ ১৫ দিনের জন্য।

২২. সামুদ্রিক সারভেইলেন্স চেক পোষ্ট বা অন্যত্র অবস্থানরত অথরাইজড অফিসারের নির্দেশে সাড়া দেয়া প্রতিটি মাৎস্য নৌযানের জন্য বাধ্যতামূলক।

২৩. ক. প্রতিটি ট্রলারে মেরিন ফিশারি একাডেমী থেকে পাশকৃত ৩ জনকে নিয়োজিত করা বাধ্যতামূলক।

খ. প্রতিটি মাৎস্য নৌযানে (ট্রলার ব্যতীত) সরকার অনুমোদিত মেরিন ডিজেল স্কুল কর্তৃক সনদপ্রাপ্ত একজনকে নিয়োজিত করা বাধ্যতামূলক।

২৪. উক্ত আইনের বিধানাবলীর লঙ্ঘন মৎস্য বাজেয়াপ্তকরণসহ শাস্তি যোগ্য অপরাধ।

মৎস্য সংরক্ষণ আইনের বর্তমান অবস্থা

আমাদের ভবিষ্যত প্রজন্মের জন্য মাছ সরবরাহ সচল রাখতে হলে যুগোপযোগী মৎস্য আইন প্রণয়ন ও প্রয়োগ অপরিহার্য।

বাংলাদেশের মৎস্য সম্পদ আহরণ সহনশীল পর্যায়ে রাখার জন্য অনেক যুক্তিযুক্ত আইন প্রণয়ন করা হয়েছে। বিভিন্ন কারণে যেমন- সাধারণ জনগণের অসচেতনতা ও অজ্ঞতা এবং আইন প্রয়োগকারী সংস্থা বা সংস্থাসমূহের সীমাবদ্ধতার কারণে যথাযথভাবে এ আইন কার্যকর হচ্ছে না। তবুও এসব আইন ভঙ্গের কারণে প্রতি বছর সরকার কর্তৃক অনেক মামলা দায়ের করা হচ্ছে। আমাদের ভবিষ্যত প্রজন্মের জন্য মাছ সরবরাহ সচল রাখতে হলে যুগোপযোগী মৎস্য আইন প্রণয়ন ও প্রয়োগ অপরিহার্য।

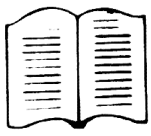

সারমর্ম ঃ বাংলাদেশের মৎস্য সম্পদের উন্নয়ন ও সঠিক ব্যবহারের জন্য যুগোপযোগী মৎস্য আইন প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা আবশ্যক। সন্তোষজনক হারে মৎস্য আহরণ করা নিয়মমাফিক মৎস্য উৎপাদন সম্পন্ন করা, মাছকে বিলুপ্ততার হাত থেকে রক্ষা করা মৎস্য আইনের উদ্দেশ্য। এ লক্ষ্যেই ১৯৫০ সালে প্রথম মৎস্য সংরক্ষণ আইন প্রণয়ন করা হয়। এ আইনের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্যগুলো হলো ২৩ সে.মি. এর নিচের আকারের রুই, কাতলা, মৃগেল, কালি বাউস, ঘনিয়া, ইলিশ, পাংগাস ও ডিমওয়ালা মাছ ধরা, পরিবহন করা ও বিক্রি করা এবং ৪-৫ সে.মি. এর নিচের আকারের ফাঁস জাল (কারেন্ট জাল) এর ব্যবহার নিষিদ্ধ।

পাঠোত্তর ম ল্যায়ন ৮.১

সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন (✓) দিন।

১। চাষের উদ্দেশ্য ব্যতীত কোন ব্যক্তি কোন আকারের মাছ কোন্ সময়ে ধরতে পারবে না?

K □প্রতি বছর মে-জুলাই সময়ে ২৩ সেন্টিমিটারের নিচের আকারের র€ই, কাতলা, মৃগেল, কাল বাউস, ঘনিয়া

L □ প্রতি বছর নভেম্বর–এপ্রিল সময়ে ২৩ সেন্টিমিটারের নিচের আকারের ইলিশ

M □প্রতি বছর মার্চ–এপ্রিল সময়ে ২৩ সেন্টিমিটারের নিচের আকারের পাংগাস

N □প্রতি বছর জুন–আগষ্ট সময়ে ৩০ সেন্টিমিটারের নিচের আকারের সিলং ধরতে, পরিবহন করতে ও প্রদান বা নিজস্ব এখতিয়ারে রাখতে পাববে না

২। মাছ ধরার ক্ষেত্রে ফাঁস জালের (কারেন্ট জাল) ফাঁসের সর্বনিম্ন মাপ কত হবে?

K □৪.৫ সেন্টিমিটার

L □ ২.৫ সেন্টিমিটার

M □১.৫ সেন্টিমিটার

N □৬.৫ সেন্টিমিটার

৩। সর্বোŽচ্চ জোয়ারে জাল ও বড়শি দ্বারা মাছ ধরার সীমাবদ্ধ এলাকার সর্বোŽচ্চ গভীরতা কত?

K □১০ মিটার

L □ ২০ মিটার

M □৪০ মিটার

N □৫০ মিটার

৪। মাছ ধরার ট্রলারের জালের কড প্রান্তে র ফাঁসের আকার কমপক্ষে কত হতে হবে?

K □৪৫ মিলিমিটার

L □ ১০০ মিলিমিটার

M □২০০ মিলিমিটার

N □৬০ মিলিমিটার

পাঠ ৮.২ আন্ র্জাতিক আইন ও তার প্রয়োগ বিধি, আন্ র্জাতিক পানির সীমানা ও ব্যবহারের নীতিমালা

এ পাঠ শেষে আপনি –

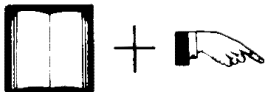

- আন্ র্জাতিক নদীর পানি ব্যবহারের আন্ র্জাতিক আইনসম হ বর্ণনা করতে পারবেন।
- উপকূলীয় রাষ্ট্রের সমুদ্র সীমা নির্ধারণ করার নীতিমালা বর্ণনা করতে পারবেন।
- সমুদ্রকে কয়টি সীমানায় চিহ্নিত করা হয়েছে তা আপনি বলতে ও লিখতে পারবেন।
- বাংলাদেশের সমুদ্র সীমা নির্ধারণে সমস্যা কী তা আপনি উলে- খ করতে পারবেন।

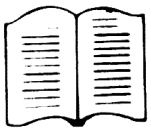

বাংলাদেশে নদী ও খাড়ি অঞ্চল (সুন্দর বন সহ) মোট জলায়তনের পরিমাণ ১০,৩১,৫৬৩ হেক্টর যেখান থেকে ১.৪৬ লক্ষ মেট্রিক টন মাছ আহরণ করা হয়। এ সমস্ নদ নদীর অনেকগুলোই (৫৪টি) আন্ র্জাতিক অর্থ্যাৎ হিমালয় পর্বত হতে উৎপন্ন হয়ে ভারত অতিক্রম করে বাংলাদেশে প্রবেশ করেছে। উজানের দেশ যাতে হিস্যার অধিক পানি ব্যবহার না করে অথবা ভাটির দেশের পানির হিস্যা ব্যহত না হয় সেজন্য আন্ র্জাতিক নদীর পানি ব্যবহারে জন্য আইন প্রনয়ন করা হয়েছে। এক তরফাভাবে পানি উত্তোলন করলে ভাটির দেশের যে কী ক্ষতি হয় তার উজ্জ্বল প্রমাণ হ েছ ফারাক্কা বাঁধ। এ বাঁধের ফলে বাংলাদেশের নদীর মৎস্য সম্ দের তথা দেশের পরিবেশ ও সর্বোপরি অর্থনৈতিক যে ক্ষতি সাধিত হয়েছে তা এ দেশের জনগণ খুব ভাল ভাবেই উপলব্ধি করেছে। তাই আন্ র্জাতিক নদীর পানি সম্ দ ব্যবহারের আন্ র্জাতিক নীতিমালা বা আইন এখানে আলোচনা করা হয়েছে। এছাড়া উপকূলীয় দেশের সমুদ্রসীমা নির্ধারণ নিয়েও অনেক দেশেই নানা জটিলতার উদাহরণ আছে। সমুদ্রসীমা নির্ধারণী সমুদ্র আইনের কথাও এখানে আলোচনায় স্থান পেয়েছে।

আন্ র্জাতিক নদীর পানি ব্যবহারের আইন

আন্ র্জাতিক নদীর পানি নদী অববাহিকার রাষ্ট্রসম হের সাধারণ সম্ ত্তি, সে কারণেই এই সম্ দের অধিকার, বাধ্যবাধকতা এবং যৌক্তিক ব্যবস্থাপনার গুরত্ব অপরিসীম। এ প্রসংগে আন্ র্জাতিক আইনের গুর€ত্ব ও অপরিসীম।

প্রাচীনকালে আন্ র্জাতিক পানি ব্যবহারের দু'টো তত্ত্ব প্রচলিত ছিল। একটি হলো সীমাহীন ভূখন্ডগত সার্বভৌমত্ব (United territorial sovereignty); অপরটি হলো সীমাহীন ভূখন্ডগত সংহতি (United terrtotrial integrit)। প্রথম তত্ত্বটি উন্নয়ন করেছিল উজানের দেশ এবং দ্বিতীয়টি উন্নয়ন করেছিল ভাটির দেশ। দু'টি তত্ত্বই একতরফা জাতীয় স্বার্থের নীতি থেকে উৎসারিত যা আজকের পৃথিবীতে অচল।

বর্তমান কালের তত্ত্বটি তাই 'পারস্ রিক বিনিময়' নীতির উপর নির্ভরশীল যা একে অপরের অধিকার ও বাধ্যবাধকতাকে স্বীকার করে নেয়। ১৯৭২ সালের ১৫ই-১৬ই জুন স্টকহোমে অনুষ্ঠিত জাতিসংঘের মানবিক পরিবেশ সংক্রান্ সম্মেলনে একাধিক বৈধ কর্তৃত্ব সম্ র্কিত সমস্যা নিষ্ ত্তির লক্ষ্যে সুপারিশ করা হয় যে সংশি- ষ্ট সরকারগণ একাধিক বৈধ কর্তৃত্বের পানির সম্ দের জন্য সংশি- ষ্ট রাষ্ট্রের মধ্যে সহযোগিতার উদ্দেশ্যে পানি অববাহিকা কমিশন (River basin commission) গঠনের কথা বিবেচনা করবেন।

ক) জাতিসংঘের সনদ অনুযায়ী প্রত্যেক দেশকে তার নিজের সম্ভদ উন্নয়নে স্থায়ী কর্তৃত্বের বিষয়ে প র্ণ বিবরণ প্রকাশ করতে হবে।

খ) রাষ্ট্রগুলোর দ্বারা নিম্নের নীতিমালা যখন প্রযোজ্য হওয়া উচিত –

১। জাতিগুলো একমত যে যখন এমন সব বড় পানি সম্ভদ কাজ কর্মের কথা চিন া করা হয় যা অন্য একটি দেশের পরিবেশের উপর তাৎপর্যপ র্ণ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে পারে তখন কাজকর্ম আরম্ভ হওয়ার অনেক আগেই অন্য দেশটিকে জানিয়ে দিতে হবে।

পরিবেশগত দিক থেকে সকল পানি সম্ভদ ব্যবহার ও উন্নয়ন কার্যক্রমের ম ল উদ্দেশ্য হবে পানির সর্বোৎকৃষ্ট ব্যবহার নিশ্চিত করা, প্রত্যেক দেশের পানি

২। পরিবেশগত দিক থেকে সকল পানি সম্ভদ ব্যবহার ও উন্নয়ন কার্যক্রমের ম ল উদ্দেশ্য হবে পানির সর্বোৎকৃষ্ট ব্যবহার নিশ্চিত করা, প্রত্যেক দেশের পানি দ ষণ পরিহার করা।

৩। একাধিক জাতীয় কর্তৃত্বের অন র্গত পানি বিজ্ঞানের সুফল সংশি- ষ্ট জাতিগুলোর ন্যায়সঙ্গত ভাবে ভাগ করে নিতে হবে।

গ) সংশিষ্ট দেশগুলো যুক্তিসংগত মনে করে এমন সব ব্যবস্থা যাতে আঞ্চলিক ভিত্তিতে গ্রহণ করা যায়-

১। পরিকল্পনা প্রণয়নে সাহায্য করার উদ্দেশ্যে যৌথভাবে তথ্য আহরণের কর্মসূচি গ্রহণ।

২। বিদ্যমান পানি ব্যবহারে পরিবেশের উপর প্রতিক্রিয়া নিরূপণ।

৩। মান নিয়ন্ ণের কর্মস চিসহ পরিবেশের পক্ষে ম ল্যবান সম্ভদ হিসেবে পানি সম্ভদের যুক্তিসংগত ব্যবহার।

৪। পানির ব্যবহার ও দাবী রক্ষার্থে বিচার বিভাগীয় ও প্রশাসনগত ব্যবস্থা গ্রহণ।

ঘ) উপযুক্ত বিবেচনাগুলো বর্ধিত করার জন্য আঞ্চলিক সম্মেলন সংগঠন করা উচিত।

সমুদ্রসীমা নির্ধারণ

সমুদ্র উপকূলীয় রাষ্ট্র বাংলাদেশের উপকূল পশ্চিম দিকে ভারতের সাথে এবং প র্ব দিকে মিয়ানমারের সাথে সংযুক্ত। বাংলাদেশের উপকূল অবতল আকৃতির এবং ভারত ও মিয়ানমারের উপকূল উত্তল আকৃতির। ফলে বাংলাদেশের সমুদ্রসীমা নির্ধারণে ভারত ও মিয়ানমারের উত্তল আকৃতির উপকূল এক জটিল সমস্যার সৃষ্টি করেছে।

বর্তমান বিশ্ব ক্ষুধা, দারিদ্র, বাসস্থান, স্বাস্থ্য প্রভৃতি বহুবিধ সমস্যায় জর্জরিত। অধিক জনসংখ্যার ভারে উন্নয়নশীল দেশগুলো ক্রমাবনতিশীল। সময় যতই গড়িয়ে যাচ্ছে পৃথিবীর ভূখন্ডগত সম্ভদ ততই নিঃশেষ হতে চলছে। তাই সামুদ্রিক সম্ভদ মানুষের কাছে আর্কষণীয় হয়ে উঠেছে। ফলে প্রতিটি রাষ্ট্রই এখন সমুদ্রের উপর তার অধিকারের ব্যাপারে অত্যন্ সচেতন। সমুদ্রের বিশাল এলাকাকে কয়েকটি সুনির্দিষ্ট সীমানায় চিহ্নিত করা হয়েছে। যথা –

ক) সমুদ্র তটরেখা বা ভিত্তি রেখা (Base line)

খ) আঞ্চলিক সমুদ্র অঞ্চল (Territorial sea)

গ) সংলগ্ন সমুদ্র অঞ্চল (Contiguous zone)

ঘ) সংরক্ষিত অর্থনৈতিক অঞ্চল (Exclusive economic zone)

ঙ) মহীসোপান (Continental shelf)

চ) উন্মুক্ত সমুদ্র অঞ্চল (High sea)

সমুদ্র তটরেখা বা ভিত্তি রেখা (Base line)

তটরেখা হতে একটি নির্দিষ্ট দ রত্বে সমুদ্রের উপর উপকূলীয় রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব বজায় থাকে। এ সমুদ্র অঞ্চলকেই আঞ্চলিক সমদ অঞ্চল□□□□□

ভাটার সময় উপকূলের পানি যে শেষ প্রান্তে অবস্থান করে সে স্থান বরাবর কল্পিত রেখাকেই তটরেখা বলে। এস্থান থেকেই উপকূলের সমুদ্র অঞ্চল পরিমাপ করা হয়।

আঞ্চলিক সমুদ্র অঞ্চল (Territorial sea)

তটরেখা হতে একটি নির্দিষ্ট দ রত্বে সমুদ্রের উপর উপকূলীয় রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব বজায় থাকে। এ সমুদ্র অঞ্চলকেই আঞ্চলিক সমুদ্র অঞ্চল বলে। ১৯৮২ সালের সমুদ্র আইন কনভেনশনে এ দ রত্ব ১২ নটিক্যাল মাইল নির্ধারণ করা হয়।

সংলগ্ন সমুদ্র অঞ্চল (Contiguous zone)

আঞ্চলিক সমুদ্রের সংলগ্ন এলাকাকে উপকূলীয় রাষ্ট্রের সংলগ্ন সমুদ্র অঞ্চল বলা হয়। ১৯৮২ সালের সমুদ্র আইন কনভেনশনে আঞ্চলিক সমুদ্র হতে গভীর সমুদ্রের পরবর্তী ১২ নটিক্যাল মাইল অর্থ্যাৎ তটরেখা হতে ২৪ নটিক্যাল মাইল অঞ্চলকে সংলগ্ন সমুদ্র অঞ্চল বলে অভিহিত করা হয়। মাৎস্য শিকার সংক্রান্ত বিধি বিধানের জন্য এবং চোরাচালান বন্ধ করার উদ্দেশ্যে সংলগ্ন সমুদ্র অঞ্চলের ধারণা প্রবর্তন করা হয়। সংলগ্ন সমুদ্রের উপর উপকূলীয় রাষ্ট্রের আধিপত্য সুনিশ্চিত করার জন্য সংলগ্ন অঞ্চলকে চারভাগে ভাগ করা হয়। যথা- শুল্ক অঞ্চল (Custom zone) মৎস্য শিকার অঞ্চল (Fishing zone) স্বাস্থ্যকর অঞ্চল (Sanitary zone) অভিবাসন অঞ্চল (emigration zone)।

তটরেখা হতে সমুদ্রে সর্বোচ্চ ২০০ নটিক্যাল মাইল বিস্তৃত অঞ্চলকে সংরক্ষিত অর্থনৈতিক অঞ্চল

সংরক্ষিত অর্থনৈতিক অঞ্চল (Exclusive economic zone)

১৯৮২ সালের সমুদ্র আইন কনভেনশনে উপকূলীয় রাষ্ট্র সমুহকে সংরক্ষিত অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠার অধিকার প্রদান করা হয়। এখানে উপকূলীয় রাষ্ট্রের একচেটিয়া অর্থনৈতিক অধিকার থাকে। এটি তটরেখা হতে সমুদ্রে সর্বোচ্চ ২০০ নটিক্যাল মাইল বিস্তৃতি হবে।

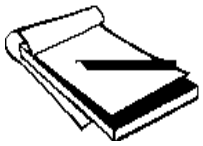

অনুশীলন (Activity) ঃ ধরুন, থাইল্যান্ডের একটি মাছ ধরার ট্রলার বঙ্গোপসাগরে মাছ আহরণকালে কক্সবাজার সমুদ্র সৈকত থেকে ১৫০ নটিক্যাল মাইল ভিতর চলে আসলো। সেক্ষেত্রে কোন আইন লঙ্ঘন করা হয়েছে তা যুক্তিসহকারে লিখুন (অনুর্ধ্ব ১০০ শব্দ)

মহীসোপান (Continental shelf)

মহাদেশের কিছু অংশে সমুদ্রের পানির মধ্যে বিস্তৃত থাকে। এখানে সমুদ্রের গভীরতা কম থাকে। মহাদেশের এ স্বল্প গভীর নিমজ্জিত অংশকে মহীসোপান বলে।

মহাদেশের কিছু অংশে সমুদ্রের পানির মধ্যে বিস্তৃত থাকে। এখানে সমুদ্রের গভীরতা কম থাকে। মহাদেশের এ স্বল্প গভীর নিমজ্জিত অংশকে মহীসোপান বলে। ১৯৮২ সালের সমুদ্র আইন কনভেনশনে সাধারণভাবে কোন কোন দেশ তটরেখা হতে সমুদ্র বক্ষে ২০০ নটিক্যাল মাইল বা ২৫০০ মিটার গভীর সমুদ্র তলদেশ হতে ১০০ নটিক্যাল মাইল পর্যন্ত তার মহীসোপানকে বিস্তৃতি করতে পারবে।

উন্মুক্ত সমুদ্র অঞ্চল (High sea)

১৯৮২ সালের সমুদ্র আইন কনভেনশনে মতে কোন রাষ্ট্রের সংরক্ষিত অর্থনৈতিক অঞ্চল, আঞ্চলিক সমুদ্র বা অভ্যন্তরীণ জলরাশি বা দীপপুঞ্জ দ্বারা গঠিত রাষ্ট্রে দ্বিপপুঞ্জের অন্তর্ভুক্ত জলরাশির বাহিরের সমুদ্রাংশেই উন্মুক্ত সমুদ্র। উন্মুক্ত সমুদ্র মানব জাতির সাধারণ সম্পত্তি । ১৯৮২ সালের ১০ই ডিসেম্বর জ্যামাইকার মান্টেগোতে অনুষ্ঠিত সমুদ্র বিষয়ক জাতি সংঘের সম্মেলনে সমুদ্র আইন কনভেনশনটি গৃহীত হয়।

সমুদ্র আইন কনভেনশন ও বাংলাদেশের সমুদ্র সীমা নির্ধারণ

বাংলাদেশে উপক ল ভারত ও মিয়ানমারের সাথে সংযুক্ত। সমুদ্র সীমা নির্ধারণের বিষয়টিও তাই দু'দেশের সাথেই সংযুক্ত। এ পর্যায়ে বাংলাদেশের সমুদ্র সীমা নির্ধারণে সমুদ্র আইন কনভেনশনের প্রায়োগিক বহুবিধ সমস্যা নিয়ে আলোচনা করা যেতে পারে।

তটরেখা

নদীমাতৃক বাংলাদেশের অসংখ্য নদ-নদী প্রতিনিয়ত বিপুল পরিমাণ পলি বহন করে যার কিয়দংশ নদী বক্ষকে উঁচু করে এবং অবশিষ্ট ব্যাপক অংশ বঙ্গোপসাগরে পতিত হয়। এতে বাংলাদেশের উপকূল ক্রমান্বয়ে উঁচু হয়ে যাচ্ছে এবং নতুন ভ মি গঠন করছে। আবার প্রচুর মৌসুমী বৃষ্টিপাত ধ্বংসাত্বক ঘ র্ণিঝড়, সামুদ্রিক ঢেউ প্রভৃতি কারণে উপকূলীয় ভূখন্ড নিয়ত ক্ষয়িষ্ণু। ফলে এদেশের উপকূল অত্যন্ত অনিয়মিত ও অস্থায়ী যা তটরেখা নির্ধারণের ক্ষেত্রে জটিলতার সৃষ্টি করেছে।

> বাংলাদেশ তার ভূতাত্ত্বিক অবস্থাকে বিবেচনা করে দশ ফ্যাদম সমুদ্র সমোন্নতি রেখাকে ভিত্তিরেখা হিসাবে ঘোষণা করে।

উপরিউক্ত ভূতাত্ত্বিক কারণে সমুদ্র আইন কনভেনশনের সাধারণ ভিত্তি রেখা নীতির কোনটিই বাংলাদেশের ভিত্তি রেখা নির্ধারণের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। এজন্য বাংলাদেশ গভীরতার ভিত্তিতে ভিত্তিরেখা নির্ধারণের কথা বলে। ১৯৮২ সালের সমুদ্র আইন কনভেনশনের গভীরতা পদ্ধতিকে স্বীকার করা হলেও সে সম্পর্কে সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা দেয়া হয়নি। তবে বাংলাদেশ তার ভূতাত্ত্বিক অবস্থাকে বিবেচনা করে দশ ফ্যাদম সমুদ্র সমোন্নতি রেখাকে ভিত্তিরেখা হিসাবে ঘোষণা করে। এ ভিত্তিরেখা বাংলাদেশের উপকূল হতে স্থান ভেদে ১৬ হতে ৩০ নটিক্যাল মাইল অগভীর সমুদ্রে অবস্থিত।

উপকূল রেখাকে যদি ভিত্তিরেখা ধরা হতো তবে সংলগ্ন রাষ্ট্রসম হের সাথে বাংলাদেশের এ সংক্রান্ত কোন বিরোধই দেখা দিত না। কেননা এতে আঞ্চলিক সমুদ্র উপকূলের খুব নিকটেই অবস্থান করতো। কিন্তু এ গভীরতা পদ্ধতিতে (বাংলাদেশের ভূতাত্ত্বিক বাস্তবতার কারণে) ভিত্তিরেখা নির্ধারণ করায় ভিত্তিরেখার মধ্যবর্তী এক বিরাট সমুদ্র অঞ্চল এ দেশের অভ্যন্তরীণ পানি সম্পদ বলে বিবেচিত হতো এবং স্বভাবতই আঞ্চলিক সমুদ্রের দুরত্বও উপকূল থেকে অনেক দ র পর্যন্ত বিস্তৃত হতো যা এদেশের ভূ রাজনীতির জন্য একটি সুবিধাজনক অবস্থান। এ কারণেই সংলগ্ন রাষ্ট্র সম হের সাথে ভিত্তিরেখা সংক্রান্ত এ জটিলতার একটি চুক্তি ভিত্তিক সমাধান প্রয়োজন।

আঞ্চলিক সমুদ্র ও সংলগ্ন অঞ্চল

বাংলাদেশ ভিত্তিরেখা হতে ১২ নটিক্যাল মাইল আঞ্চলিক সমুদ্রনীতির সমর্থক এবং ১৯৭৪ সাল হতেই বাংলাদেশ এ নীতি মেনে চলছে। সমুদ্র আইন কনভেনশনের প্রত্যেক উপকূলীয় রাষ্ট্রকে ভিত্তিরেখা হতে ২৪ নটিক্যাল মাইল সংলগ্ন অঞ্চল ভোগের অধিকার প্রদান করা হয়। কিন্তু বাংলাদেশ আঞ্চলিক সমুদ্র হতে তার সংলগ্ন অঞ্চল ৬ নটিক্যাল মাইল ধরে পাশ করে। এতে ভিত্তিরেখা হতে সংলগ্ন অঞ্চলের দ রত্ব দাঁড়ায় ১৮ নটিক্যাল মাইল।

সংরক্ষিত অর্থনৈতিক অঞ্চল ও মহীসোপান অঞ্চল

> **প্রত্যেক উপকূলীয় রাষ্ট্রের সাধারণত ২০০ নটিক্যাল মাইল পর্যন্ত সংরক্ষিত অর্থনৈতিক অঞ্চল এবং ২০০ নটিক্যাল মাইল মহীসোপান অঞ্চল ব্যবহারের** *AwaKvi*

প্রত্যেক উপকূলীয় রাষ্ট্রের সাধারণত ২০০ নটিক্যাল মাইল পর্যন্ত সংরক্ষিত অর্থনৈতিক অঞ্চল এবং ২০০ নটিক্যাল মাইল মহীসোপান অঞ্চল ব্যবহারের অধিকার রয়েছে। কিন্তু বঙ্গোপসাগরের ভূতাত্ত্বিক বাস্তবতার কারণে বাংলাদেশের পক্ষে একছত্রভাবে এ অধিকার ভোগ করা সম্ভব নয়। বাংলাদেশের সংলগ্ন রাষ্ট্রদ্বয় ভারত ও মায়ানমারও যদি একই সাথে ২০০ নটিক্যাল মাইল সংরক্ষিত অর্থনৈতিক

অঞ্চল এবং মহীসোপান দাবী করে তবে তাদের দাবীকৃত অঞ্চল বাংলাদেশের দাবীকৃত অঞ্চলের উপর ছাপিয়ে যায়। মহীসোপান অঞ্চলের বিভাজনের ক্ষেত্রেও প্রায় একই ধরণের জটিলতার সৃষ্টি হয়েছে। বঙ্গোপসাগরের মোট আয়তন ৮৭৯৩৭৫ বর্গমাইল এবং গড় গভীরতা ২৫৮৬ মিটার। এ সাগরের মহীঢালের পরি সমাপ্তি ঘটেছে ৩০০০ মিটার গভীরতায়। সমুদ্র আইন কনভেনশনের বিধান অনুযায়ী কোন উপকূলীয় রাষ্ট্র ভিত্তিরেখা হতে সর্বোচ্চ ৩৫০ নটিক্যাল মাইল অথবা ২৫০০ মিটার গভীল সমুদ্র তলদেশ হতে ১০০ নটিক্যাল মাইল পযন্́ মহীসোপান ভোগ করতে পারবে। এখন বাংলাদেশ যদি এ গভীরতা দ রত্ব নীতি অনুযায়ী সমুদ্রে তার মহাদেশীয় অঞ্চলের শেষ সীমা নির্ধারণ করে তবে তা হয়তো বা বঙ্গোপসাগর ছাড়িয়ে আরো দক্ষিণে অগ্রসর হবে। এ কারণে বঙ্গোপসাগরে গভীরতা দ রত্বনীতি অপরাপর দুটি রাষ্ট্রের পক্ষেও গ্রহণ করা সম্ভব হবে না।

সারমর্ম ঃ আন্ র্জাতিক নদীর পানি নদী অববাহিকার রাষ্ট্রসম হের সাধারণ সম্ৃত্তি। সময় অতিবাহিত হওয়ার সাথে সাথে পৃথিবীর ভূখন্ডগত সম্ৃদ নিঃশেষ হতে চলছে। তাই সামুদ্রিক সম্ৃদ মানুষের কাছে আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে। ফলে প্রতিটি রাষ্ট্রই এখন সমুদ্রের উপর তার অধিকারের ব্যাপারে অত্যন্ সচেতন। সমুদ্রের বিশাল এলাকাকে সমুদ্র তটরেখা, আঞ্চলিক সমুদ্র অঞ্চল, সংলগ্ন সমুদ্র অঞ্চল, সংরক্ষিত অর্থনৈতিক অঞ্চল, মহীসোপান এবং উন্মুক্ত সমুদ্র অঞ্চল হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। ১৯৮২ সালের সমুদ্র আইন কনভেনশন অনুযায়ী তটরেখা থেকে ১২ নটিক্যাল মাইল পর্যন্ আঞ্চলিক সমুদ্র অঞ্চল, ২৪ নটিক্যাল মাইল পর্যন্ সংলগ্ন সমুদ্র অঞ্চল এবং ২০০ নটিক্যাল মাইল পর্যন্ সংরক্ষিত অর্থনৈতিক অঞ্চল নির্ধারণ করা হয়েছে।

পাঠোত্তর ম ল্যায়ন ৮.২

সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন (✓) দিন।

১। তটরেখা হতে কত নটিক্যাল মাইল পযন্́ এলাকাকে আঞ্চলিক সমুদ্র বলে?

K□ ১৪
L□ ১২
M□ ১৬
N□ ২০

২। সংরক্ষিত অর্থনৈতিক অঞ্চল তটরেখা থেকে কতদ র বিস্ৃত?

K□ ১০০ নটিক্যাল মাইল
L□ ১৫০ নটিক্যাল মাইল
M□ ২০০ নটিক্যাল মাইল
N□ ৩০০ নটিক্যাল মাইল

৩। ভূতাত্ত্বিক বাস্ বতার কারণে ভিত্তিরেখা নির্ধারণে বাংলাশের প্রস্ াবে কি ছিল?

K□১ ফ্যাদম সমুদ্র সমোন্নতি রেখাকে ভিত্তি রেখা ধরা হবে

L□৫ ফ্যাদম সমুদ্র সমোন্নতি রেখাকে ভিত্তি রেখা ধরা হবে

M□১০ ফ্যাদম সমুদ্র সমোন্নতি রেখাকে ভিত্তি রেখা ধরা হবে

N□২০ ফ্যাদম সমুদ্র সমোন্নতি রেখাকে ভিত্তি রেখা ধরা হবে

৪। বঙ্গোপসাগরের গড় গভীরতা কোনটি?

K□১৫২৫ মিটার

L□২০৫০ মিটার

M□৩১৬৫ মিটার

N□২৫৮৬ মিটার

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

সংক্ষিপ্ত ও রচনামূলক প্রশ্ন

১। মৎস্য সংরক্ষণ আইন প্রণয়নের উদ্দেশ্যগুলো লিখুন।

২। মৎস্য সংরক্ষণ আইন ১৯৫০ এর আওতায় বর্ণিত বিধি সমূহের বৈশিষ্ট্য লিখুন।

৩। আন্তর্জাতিক নদীর পানি ব্যবহারের আন্তর্জাতিক নীতিমালা বর্ণনা করুন।

৪। উপকূলীয় রাষ্ট্রের সমুদ্রসীমা নির্ধারণ করার নীতিমালা বর্ণনা করুন।

৫। সমুদ্র এলাকাকে কয়টি ভাগে ভাগ করা হয়েছে উহাদের বর্ণনা দিন।

৬। বাংলাদেশের সমুদ্রসীমা নির্ধারণের সমস্যাবলী বর্ণনা করুন।

উত্তরমালা

পাঠ ৮.১

১। খ ২। ক ৩। গ ৪। ঘ

পাঠ ৮.২

১। খ ২। গ ৩। গ ৪। ঘ

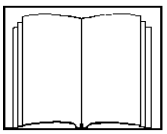

তথ্যস ত্র

1 অপরেশ বন্দোপাধ্যায়, ১৯৯১, মাৎস্য শ্রেণিবিন্যাসতত্ত্ব, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, বাংলাদেশ।

2 বেগম আনওয়ারী ও মোহাম্মদ আলী মিয়া, ১৯৯৬, মৎস্য চাষ ব্যবস্থাপনা, বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষাবোর্ড, ঢাকা, বাংলাদেশ।

3 মোঃ আনোয়ার€ল ইসলাম, ১৯৮৫, মাছের চাষ ও ব্যবস্থাপনা, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, বাংলাদেশ।

4 মোঃ আনোয়ার€ল ইসলাম, ১৯৮৮, সমুদ্র উপকূলে মৎস্য চাষ, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, বাংলাদেশ।

5 মোঃ আনোয়ার€ল ইসলাম, ১৯৯২, মাছের পুকুরের পানি, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, বাংলাদেশ।

6 মাৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট, ১৯৯৪, মৎস্য সম্ভদ উন্নয়ন কলাকৌশল, ময়মনসিংহ, বাংলাদেশ।

7 মাৎস্য গবেষণা ইন্‌ষ্টিটিউট, ১৯৯৫, মৎস্য সম্ভদ উন্নয়ন প্রযুক্তি, ময়মনসিংহ, বাংলাদেশ।

8 মৎস্য পক্ষ '৯৪ সংকলন, মৎস্য অধিদপ্তর, বাংলাদেশ।

9 মৎস্য পক্ষ '৯৫ সংকলন, মৎস্য অধিদপ্তর, বাংলাদেশ।

10 মৎস্য পক্ষ '৯৬ সংকলন, মৎস্য ও পশুসম্ভদ মন্ ণালয়, বাংলাদেশ।

11 রাশিদুজ্জামান, এ.কে.এম., ১৯৯৩, বাংলাদেশর পররাষ্ট্রনীতি : ভূ-রাজনৈতিক বাস্ বতা, মাসিক পৃথিবী, বর্ষ- ১২, সংখ্যা ৪ - ৮।

12 সুসান্ কুমার পাল, ১৯৯৫, চিংড়ি, জীববিদ্যা ও চাষ ব্যবস্থাপনা, মনিকাপাল, ঢাকা, বাংলাদেশ।

13 American Public Health Association, 1987. Standard Methods for the Examination of Water and Waste Water. 11th Edition APHA, New York.

14 Blakely, D. R. and C.T. Hrusa, 1989. Inland Aquaculture Development Handbook. Fishing News Books Ltd., England, 184p.

15 Boyd, C.E., 1982. Water Quality Management for Pond Fish Culture, Elsvier Science Publishers.

16 Chatson, I., 1984. Business Management in Fisheries and Aquaculture. Fishing News Books Ltd. England, 128p.

17 Chondar, S.L., 1994. Induced Carp Breeding. CBs Publishers and Distributors, India.

18 Huet, M., 1972. Textbook of Fish Culture, Fishing News Books Ltd. England.

19 Karim, M.A., 1975. An Introduction to fish Culture in Bangladesh 165p.

20 Rahman, A.K.A., 1989. Freshwater Fishes of Bangladesh. The Zoological Society of Bangladesh. Dhaka.

21 Reid, G.K. and R.B. Wood, 1976. Ecology of Inland Waters and Estuaries. Reinhold Publishing Co., New York.

22 Reynolds, C.S. 1984. The Ecology of Freshwater Phytoplankton. Cambridge University Press.

23 Talwar, P.K. and A.G. Jhingran, 1991, Inland Fishes of India and Adjacent Countries. Vol. 1 and 2. Wxford and IBH Publishing Co. Pvt. Ltd., India.

24 Welch, P.S., 1952. Limnology 2nd Edition. McGraw-Hill, New York, 538pp.